ঈসা খান

ঈসা খান

আবুল খায়ের আহমদ আলী

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১১৬/৩

ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৮০৮.০৬৮৩

ISBN : 984-06-0476-7

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ১৯৮০

চতুর্থ প্রকাশ

আশ্বিন ১৪১৩

রমযান ১৪২৭

সেপ্টেম্বর ২০০৬

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

এম. এ. কাদের

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য ২০.০০ টাকা

EISA KHAN (Life-Sketch of Eisa Khan, Great Hero of Bengal in Picture) : Written by Abul Khair Ahmad Ali in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 September 2006

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 20.00 ; US $: 1.00

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

উপরে যে ভগ্ন ও জীর্ণ দালান-কোঠা দেখছো, তা হলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর সোনার গাঁ। তোমাদের এমন কেউ নেই, যে এর নাম শোনোনি। ঢাকা শহর থেকে মাত্র সতেরো মাইল দূর। তোমরা অনেকেই সেখানে ভ্রমণে বা বনভোজনে যেয়ে থাকো। এককালে এ শহর লোকে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গম্ গম্ করতো। ভিন্‌দেশের বণিকরা আসতো বাণিজ্য করতে। দুনিয়া জোড়া নাম ছিলো এখানকার তাঁতে বোনা সূক্ষ্ম বস্ত্র জামদানীর। চাহিদা ছিলো এখানকার হীরা-মণি-মাণিক্যের তৈরি গহনাপত্রের। দুনিয়ায় মশহুর ছিলো এ শহরের নাম।

সেই সোনার গাঁ ছিলো বাংলাদেশের বীর যোদ্ধা ঈসা খানের রাজ্যের অন্যতম রাজধানী। এরও আগে এটা বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ও তারও আগে গৌড়ের সুলতানদের আঞ্চলিক রাজধানী ছিলো। ঈসা খানের রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে মেঘনা নদী থেকে সিলেট, মোমেনশাহী ও উত্তরে আসামের ধুবড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তাঁর রাজ্যের নাম ছিলো ভাটির দেশ বা নিম্নবঙ্গ। রাজধানী ছিলো শ্রীনগর, কর্তাভু, সোনার গাঁ, জঙ্গলবাড়ি ও খিজিরপুর।

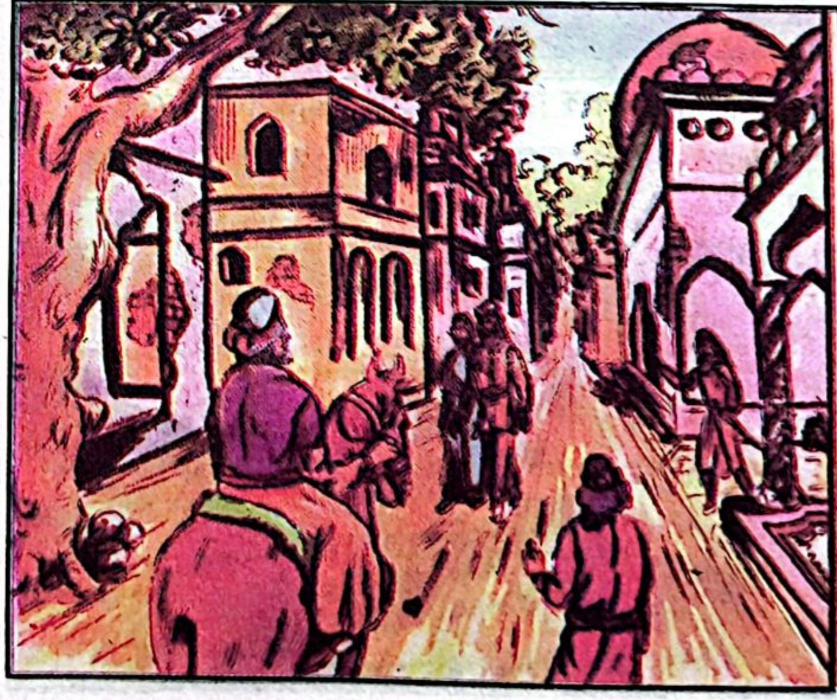

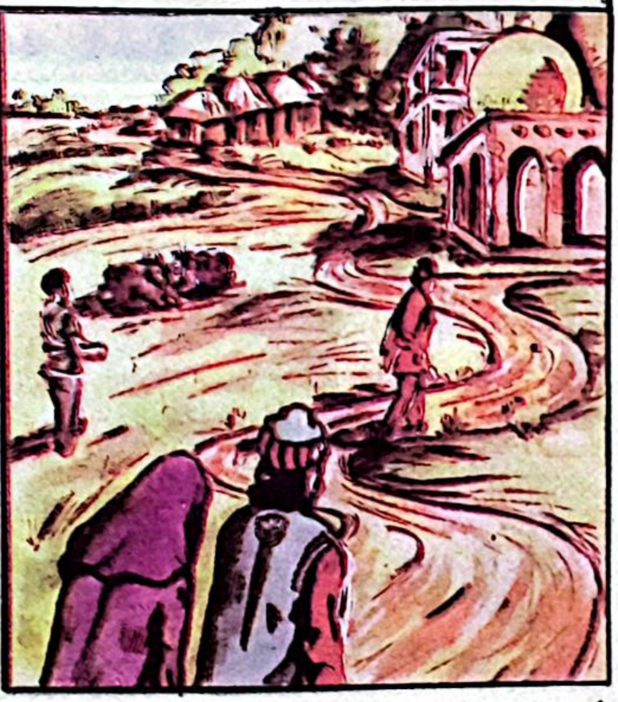

facebook/@maktabatuttalamij

এ ছাড়া, বাংলাদেশে তখন আরও বারোজন নামকরা রাজা, মহারাজা বা ভূস্বামী ছিলেন। তাঁদের বলা হয় বারোভূঁঞা। ঈসা খান ছিলেন তাঁদের নেতা।

বাংলাদেশের আযাদী রক্ষায় যেসব বাঙ্গালী বীর মুঘল বাদশাহদের সাথে লড়াই করেছিলেন, ঈসা খান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মুঘলরা বার বার হামলা চালিয়েও তাঁর আযাদী হরণ করতে পারেনি। এমন কি মুঘল সেনাপতি মানসিংহও তাঁর কাছে হেরে যান। ঈসা খানের এহেন বীরত্ব ও সাহসিকতা বাংলাদেশীদের জন্য গর্বের বিষয়।

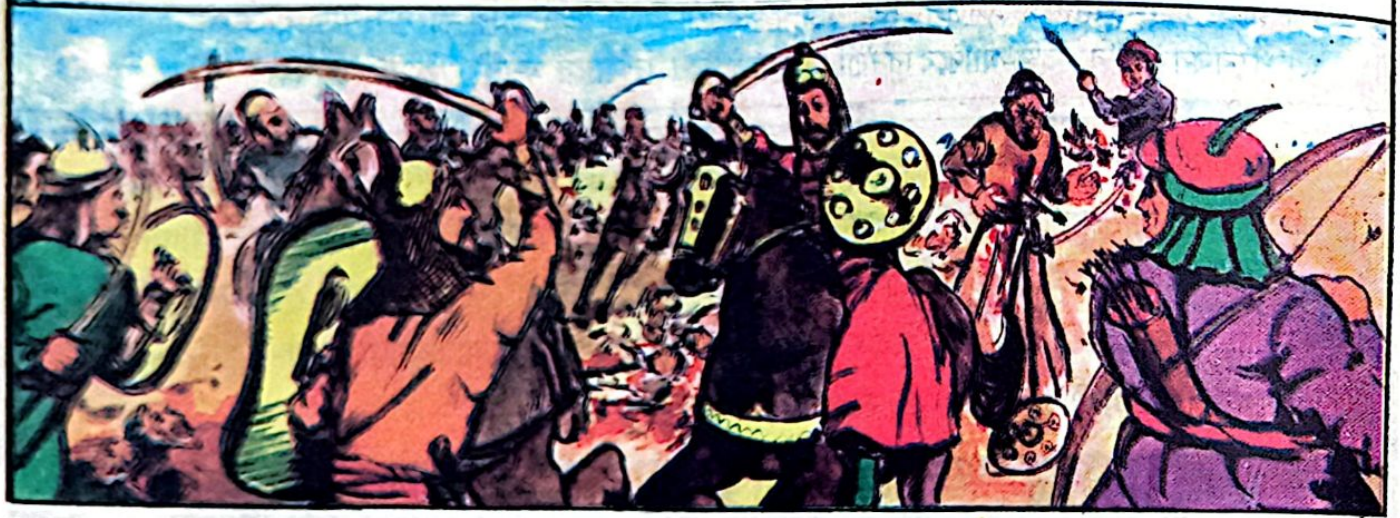

আকবরনামা পাঠে জানা যায়, ঈসা খানের পিতা কালিদাস সিংহ ছিলেন একজন রাজপুত, অনেকে বলেন আফগান। তিনি ভাগ্যোন্নয়নের আশায় একদিন সপরিবারে রওয়ানা হন বাংলাদেশের উদ্দেশে। পথে বড় ছেলে বললো।

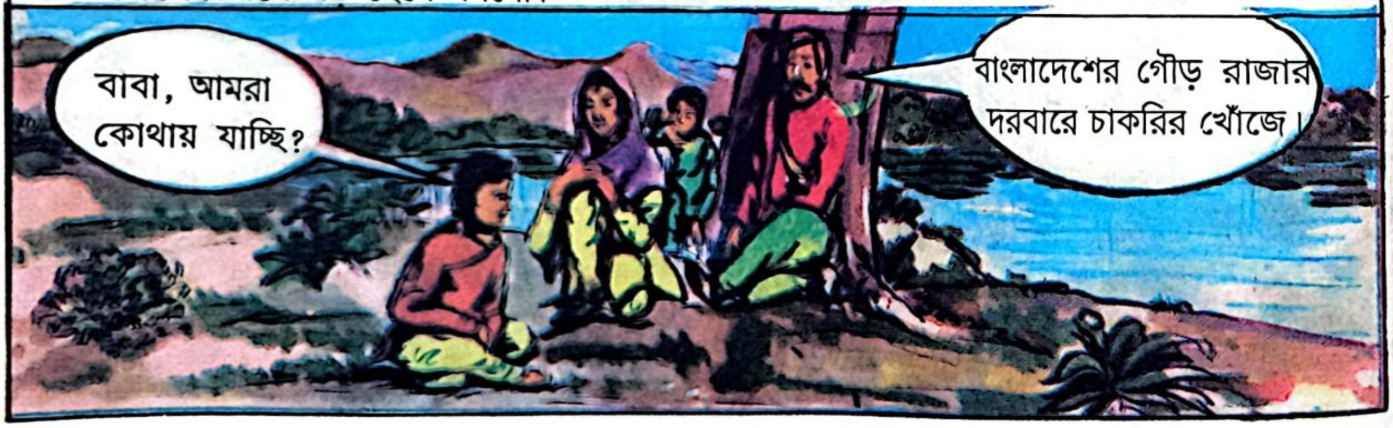

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

১৪৯৭ সাল। বাংলার সুলতান তখন সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। একদিন তাঁর সেনাপতির সাথে এক ধর্মীয় বিতর্কে পরাজিত হয়ে দেওয়ান কালিদাস সিংহ ইসলাম কবূল করেন এবং সুলায়মান নাম ধারণ করেন।

সুলায়মান অল্পদিনের মধ্যে দেশের কল্যাণমূলক কাজ করে প্রজাদেরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সুলায়মান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইসলাম শাহের সেনাপতি তাজখান ও দরিয়া খান যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং তাঁর দুই নাবালক পুত্রকে এক তুরানী বণিকের কাছে বিক্রি করে দেন।

facebook/@maktabatuttalamij

এর কিছুদিন পর সুলতান ইসলাম শাহ ইন্তেকাল করলে তাঁর সেনাপতি তাজ খান বিহার-উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের শাসন ক্ষমতা দখল করে বসেন। এ কাজে ঈসা খানের পিতৃব্য কুতুব খাঁ তাঁকে সহায়তা করেন। তাজ খান এতে খুশি হয়ে বলেন—

ভাইপোদের উদ্ধার করে আনতে কুতুব খাঁ তুরান চললেন।

পিতৃব্যের চেষ্টায় ভাইপোরা দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে এলো।

এই ভাইপোদের নাম হলো ঈসা খান ও ইসমাইল খান। বড় ভাই ঈসা খান তখন সাতাশ বছরের নওজোয়ান। পিতৃব্য তাকে তীর চালনা, অশ্ব চালনা, অসি ও বন্দুক চালনায় পারদর্শী করে তুললেন।

facebook/@maktabatuttalamij

এক শুভ দিনে পিতৃব্য কুতুব খাঁর সহায়তায় ঈসা খান মুঘল হামলা থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশের রাজধানী গৌড়বঙ্গ থেকে নিম্নবঙ্গে স্থানান্তর করেন এবং রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। রাজধানীর নাম রাখেন কর্তাভু। কর্তাভু ছিলো মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। খিজিরপুর হলো তাঁর বাসস্থান।

অল্প দিনের মধ্যেই ঈসা খান স্বীয় রাজ্যের উন্নতি বিধান করলেন। একদিন কুতুব খাঁ ভাইপোকে দেখতে সরাইলে এলেন। খুশি হলেন দেশের ও প্রজাদের উন্নতি দেখে। বুঝতে পারলেন, ঈসা খান যোগ্য শাসক হবেন। উপদেশ দিলেন—

facebook/@maktabatuttalamij

চাচা কুতুব খাঁর পরামর্শে ঈসা খান সেনা ও নৌবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য মধ্যে পথ-ঘাট ও কূপ খনন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজেও হাত দিলেন।

রাজ্যময় সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। গড়ে উঠলো হাজার হাজার জঙ্গী ফৌজ, গড়ে উঠলো ঘোড়-সওয়ার ও তীরন্দাজ বাহিনী।

facebook/@maktabatuttalamij

দেশরক্ষা ছাড়াও পথ-ঘাট, খাল ও কূপ খনন ইত্যাদি কাজও জোরে শোরে চলছে।

ঈসা খান অল্প দিনের মধ্যেই দক্ষ সেনা ও নৌবাহিনী গড়ে তুললেন এবং রাজ্যের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে প্রজাদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। ঈসা খান ঘোড়ায় চড়ে মাঝে মাঝে প্রজাদের হাল-হকিকতের খোঁজ-খবর নিতে বেরিয়ে পড়েন। প্রজারা আনন্দে অধীর হয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান।

রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে ঈসা খান দক্ষ বিরাট সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তুলে বাংলাদেশের একজন শক্তিশালী জমিদার হয়ে উঠলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাজ খাঁর মৃত্যুর পর একে একে সুলেমান কররানী, বায়েজীদ খাঁ, হুনাসু আফগান এবং শেষে দাউদ খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপদে বরিত হন। শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই তিনি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুঘল দুর্গ আক্রমণ করেন।

মুঘল সেনাপতি খানে খানান, মুনায়েম খাঁ ও টোডর মল দিল্লী থেকে ছুটে এসে দাউদ খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন। দাউদ খাঁ কররানীর মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গ বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের সঙ্গে ঈসা খানের প্রথম সংঘর্ষ হয়। মুঘল নৌসেনাপতি শাহবর্দী নৌবাহিনী নিয়ে পূর্ব বাংলায় এগিয়ে আসছিলো, ঈসা খানের সেনাপতি তা' লক্ষ্য করে ঈসা খানকে বললেন—

facebook/@maktabatuttalamij

একদিন ভোরবেলা ঈসা খান তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে হঠাৎ মুঘল নৌবহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অতর্কিত আক্রমণে মুঘল সেনাপতি শাহবর্দী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে গৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

ঈসা খানের কাছে নৌযুদ্ধে মুঘলদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে বাদশাহ আকবর ক্ষেপে গেলেন; কিন্তু বিধি বাম। গৌড়ের সুবেদার মুনায়েম খাঁর মৃত্যু ; মুঘল সেনা-ছাউনিতে মহামারী, বাংলাদেশে বন্যা, বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় তিনি দমে গেলেন। সেনাপতি মানসিংহকে ডেকে বললেন—

facebook/@maktabatuttalamij

মুঘলদের এই সংকটময় ও নাজুক মুহূর্তে বাংলাদেশের বারো ভূঁঞারা এবং অনেক বাংলাদেশী হিন্দু–মুসলিম জমিদার, জায়গীরদার নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পেলেন। ঈসা খানও এই সুযোগে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেন।

এ ছাড়া, কর্তাভু, বক্তারপুর, চরসিন্ধু, মহেশ্বরদী ও কাতরার নামক স্থানে ছাউনি ও অস্ত্রাগার স্থাপিত হলো।

ঈসা খান এবম্বিধ শক্তি সঞ্চয় করত পরাক্রমশালী হওয়ার ফলে, বাংলাদেশের বারোভূঁঞা ও অন্য ভূস্বামিগণ তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য কর্তাভু এলেন।

বগুড়ার মাসুম খাঁ কাবুলী বললেন—

কতলু খাঁ ও দরিয়া খাঁ বললেন—

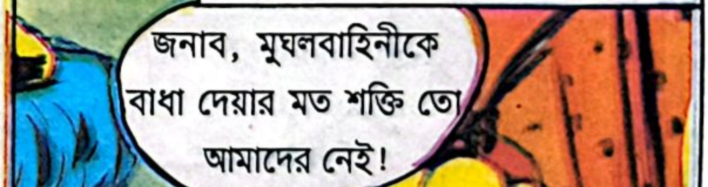

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

দীর্ঘ সাত বছর পর মুঘলবাহিনী বাংলাদেশে হামলা চালালো। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বগুড়ার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের শাসনকর্তা মাসুম খান কাবুলী মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে খিজিরপুরে ঈসা খানের শরণাপন্ন হলেন।

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে শাহবাজ খান বাংলার মুঘল সুবেদার হয়ে আসেন। তিনি উত্তর বঙ্গের ভূস্বামীদের পরাজিত করে ঈসা খানের ভাটি অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং খিজিরপুর ও কাতরার অধিকার করে টোকে ছাউনি ফেলেন।

ঈসা খান আশ্রিত মাসুম খানকে একজন দেশভক্ত বীর যোদ্ধা রূপে আপন করে নেন। সেই সুবাদে মাসুম খানকে নিয়ে তিনি পরামর্শে বসলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

শাহবাজ খান নিজে টোকে অবস্থান করে তরসুন খানকে বাজিতপুর আক্রমণের জন্য পাঠালেন। এদিকে মাসুম খানকে এগারো সিন্ধুর দুর্গে রেখে ঈসা খান ছুটলেন বাজিতপুরে। যুদ্ধে তরসুন খানকে পরাজিত ও হত্যা করে মুঘলদের গর্ব খর্ব করলেন।

এরপর মুঘলদের অজান্তে ঈসা খান টোকের উজানে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে দশ–পনেরটি বাঁধ তৈরি করত পানিরাশি স্ফীত করে তুললেন। চরসিন্দুর থেকে মাসুম খানকে নৌবহরসহ তলব করে মুঘলবাহিনীকে আক্রমণের জন্য তৈরি হতে বললেন।

facebook/@maktabatuttalamij

বিচক্ষণ ঈসা খান টোকের মুঘল শিবির আক্রমণের পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ ভেঙ্গে দিলেন। মুঘল শিবির পানিতে সয়লাব হয়ে গেলো। এই সুযোগে ঈসা খান মুঘল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। মুঘল নৌবাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়ে গেলো। সেনাপতি শাহবাজ খান পালিয়ে গিয়ে ভাওয়ালের গড়ে আশ্রয় নিলেন।

শাহবাজ খানকে বিতাড়িত করে ঈসা খান ঝড়ের গতিতে বীর-বিক্রমে ঢাকায় ছুটে গিয়ে ঢাকার মুঘল হানাদার সৈয়দ হুসাইনকে কয়েকটি কামানসহ বন্দী করলেন।

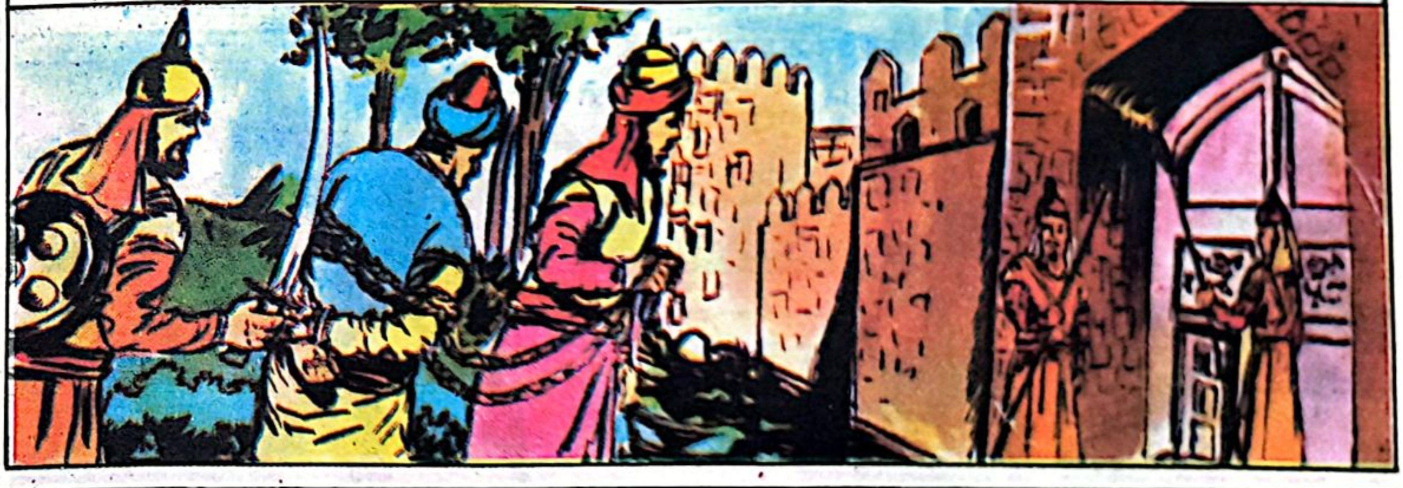

এরপর ঈসা খান তাঁর হারানো দুর্গ খিজিরপুর ও বক্তারপুর পুনর্দখল করেন এবং রাজধানী খিজিরপুর হতে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন।

facebook/@maktabatuttalamij

হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে বঙ্গবীর নিশ্চুপ রইলেন না। সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে ছুটলেন ভাওয়ালগড়ের দিকে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খানকে আক্রমণের উদ্দেশে। যুদ্ধে শাহবাজ খান নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে গৌড়ে পলায়ন করলেন (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ, ৩০শে সেপ্টেম্বর)।

দিল্লীর দরবার। বাদশাহ আকবর উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছেন। প্রধান উযির আবুল ফযল, সেনাপতি রাজা মানসিংহ ও অন্যান্য পারিষদ নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

আবুল ফযল বললেন—

বাদশাহ আকবর গর্বিত কণ্ঠে বললেন—

আবুল ফযল মাথা তুলে বললেন—

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

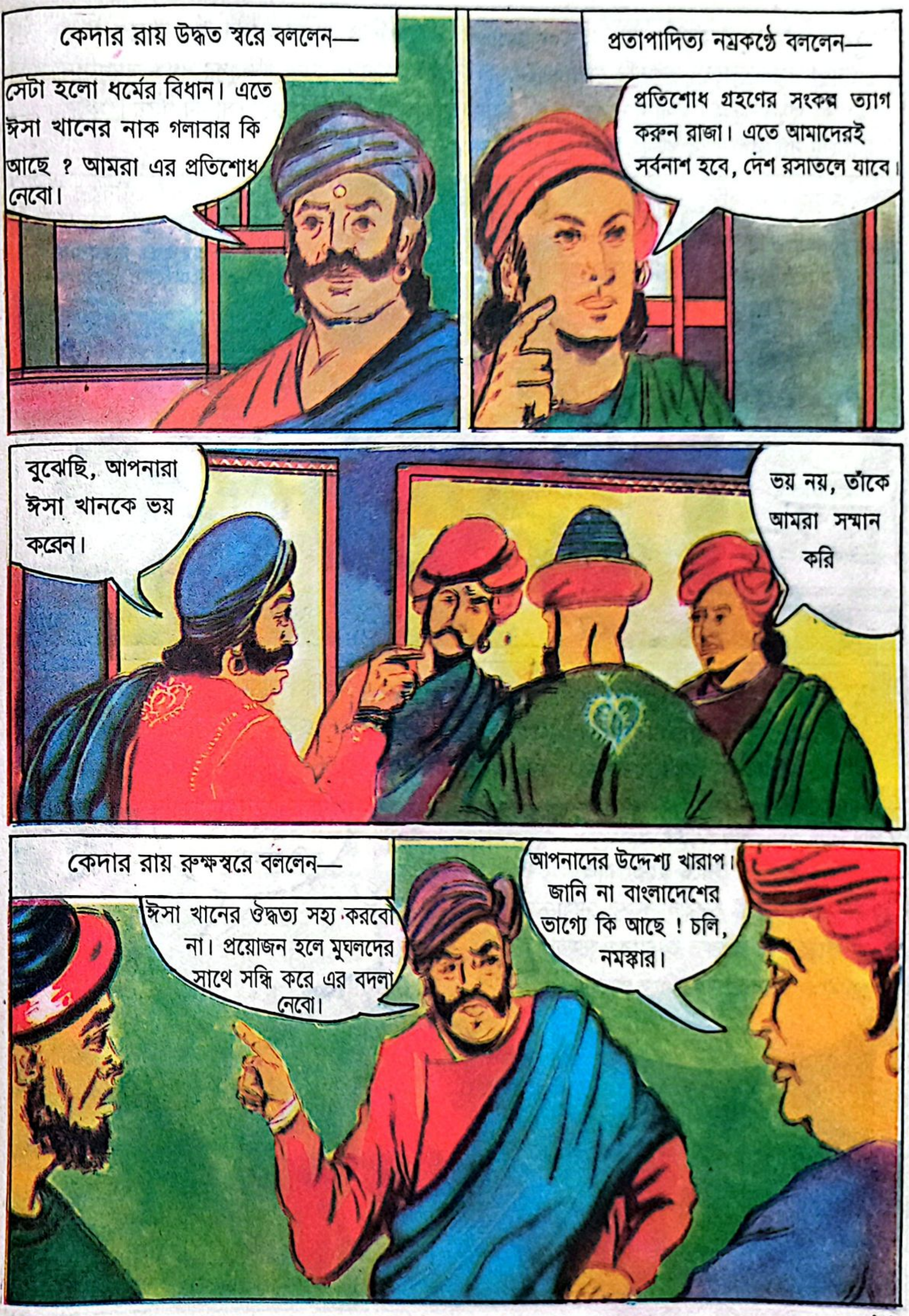

facebook/@maktabatuttalamij

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে শাহবাজ খান বিপুল রণসম্ভার ও নৌযান নিয়ে আবার এলেন বাংলাদেশে ঈসা খানকে দমন করতে। অগুণতি সেনা ও নৌযান নিয়ে আক্রমণ করলেন খিজিরপুর দুর্গ। সারাদিন চললো তুমুল লড়াই। ঈসা খান সন্ধ্যার পর হঠাৎ দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেলেন সোনার গাঁয়ে। মুঘল বাহিনী দুর্গ দখল করে খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

মুঘল সেনাবাহিনী খিজিরপুর দখল করে সেখানে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও অত্যাচার শুরু করলো। ঈসা খান তা মুখ বুঁজে সয়ে গেলেন। এরই মধ্যে নৌযান মেরামত ও ডুবুরী বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। পক্ষকাল পর সেনাপতি মাসুম খানকে ডেকে বললেন—

facebook/@maktabatuttalamij

নিস্তব্ধ রাত। মুঘল নৌ-সেনাদের মধ্যে আর্ত চীৎকার উঠলো—

মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খান মনে করেছিলেন, ঈসা খান যুদ্ধে হেরে চিরদিনের জন্য পালিয়ে গেছেন। আজ তাঁর হঠাৎ আক্রমণে তিনি ভড়কে গেলেন। উপায়ান্তর না দেখে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

গতিক সুবিধার নয় ভেবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন গৌড়ে। ঈসা খান যুদ্ধ জয় করে বসে রইলেন না। বিদ্ধস্ত খিজিরপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলেন সোনার গাঁয়ে। তারপর পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু জায়গা দখল করে রাজ্যের সীমানা বাড়ালেন। এমন কি কামরূপ রাজ্যের রাঙ্গামাটি (বর্তমান ধুবড়ী) অধিকার করেন ও বহু জায়গায় দুর্গ নির্মাণ করেন।

facebook/@maktabatuttalamij

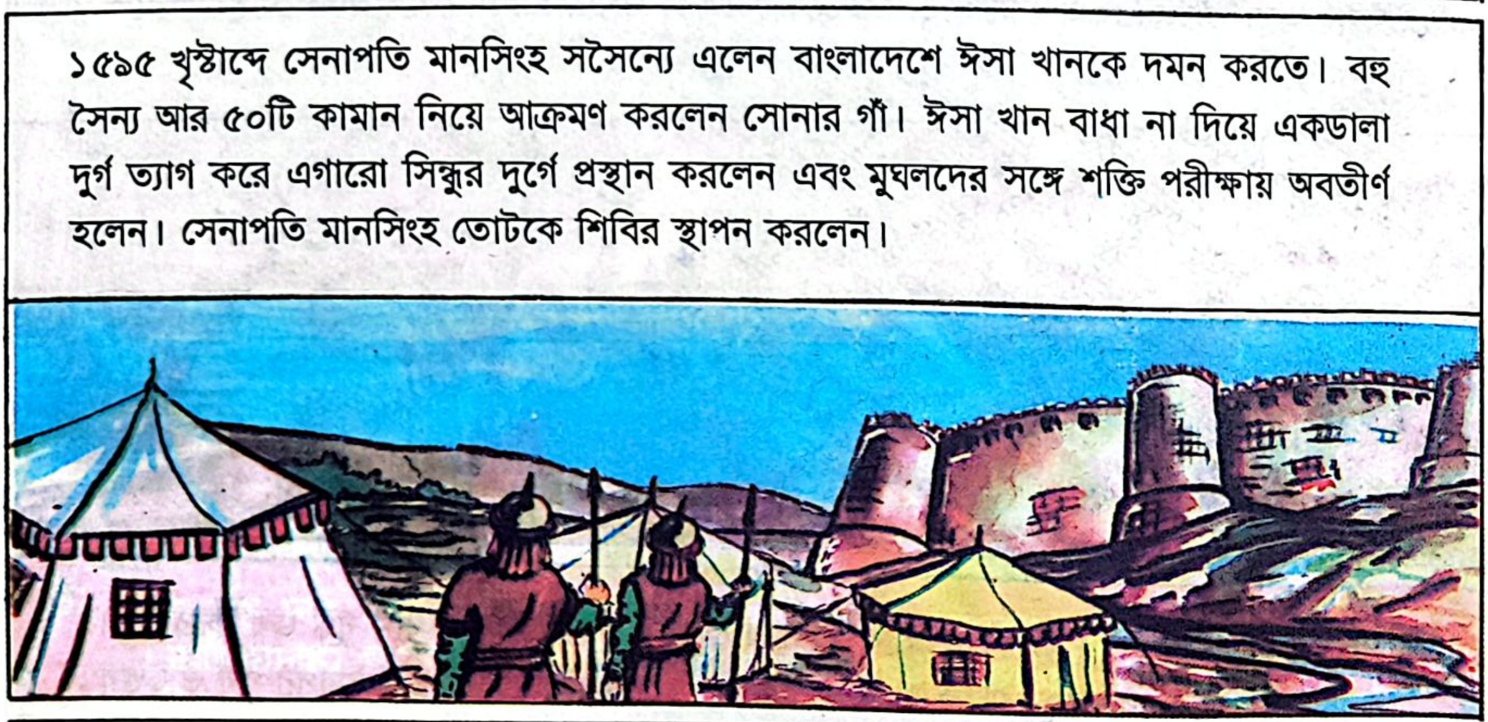

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

বিরাট ময়দান। ময়দানের দু'পাশে উভয় পক্ষের নিরস্ত্র সেনাদল দণ্ডায়মান। নাকাড়ায় শব্দ হতেই দুই বীরের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। প্রথম দু'দিন "কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান" তৃতীয় দিন যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেলো। মানসিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তিনি বুঝতে পারলেন, এবারে তার মৃত্যু অনিবার্য। ঈসা খান তাঁকে কোষ থেকে নতুন তরবারি বের করে বললেন—

বিমুগ্ধ মানসিংহ বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন ; বাঙ্গালী বীর ঈসা খান এতই মহৎ, এতই উদার! ঈসা খানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—

ইফাবা—২০০৫-২০০৬—প্র/৪৩০৭(উ)—৭,২৫০
facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর
দুটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

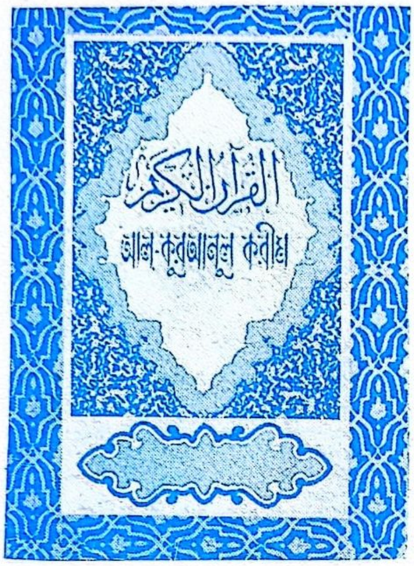

কুরআনুল করীম

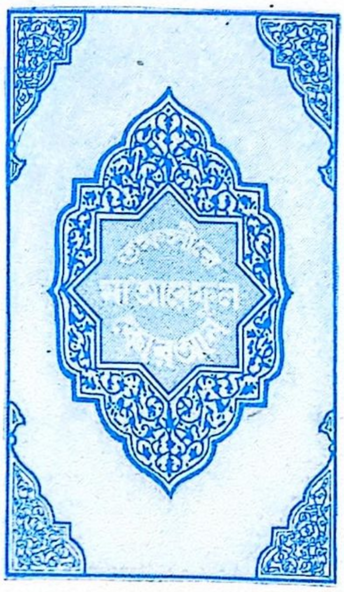

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

পড়ুন।

পড়ে জ্ঞান হাসিল করুন।

facebook/@maktabatuttalamij